দৈনিক বাংলা

তারিখ

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

ঢাকা বোর্ডের ১৯৮১ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় পাসের হার খুবই প্রশংসনীয় এবং উৎফুল্ল হওয়ার মতো না হলেও আশাব্যঞ্জক নিঃসন্দেহে। গত কয়েক বছরের এবং তারও আগের পাসের হারের তুলনায় এবারের ৫৪ শতাংশ পাসের হারকে প্রত্যাশিত এবং আশাব্যঞ্জকই বলতে হবে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শিক্ষা ক্ষেত্রে অব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা যে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিফলন ও স্বাক্ষর রয়েছে সে সময়কার পরীক্ষায় পাসের অবিশ্বাস্য রকম নিম্নহারে। ব্যাপক গণ-টোকাটুকির সুযোগে পড়াশোনা না করেও অসংখ্য শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে বটে, এমনকি কখনো কখনো পরীক্ষায় পাসের হারও হয়েছে অকল্পনীয়ভাবে বেশি, কিন্তু তাতে আশান্বিত হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল না।

গত কয় বছরে অতীতের অরাজক অবস্থার জেরের অনেকটাই অবসান ঘটেছে এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশও হয়েছে আশাব্যঞ্জকভাবে উন্নত। পরীক্ষায় কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে, নকল সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব না হলেও, অতীতের অবাধ গণ-টোকাটুকির অধ্যায়ে ছেদ পড়েছে। সাম্প্রতিক কয় বছরেও যে বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের হার প্রত্যাশিতরূপে বেশি হয়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে খুবই কম হয়েছে, এ-ও তার অন্যতম কারণ।

স্বর শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের ক্রমোন্নতি এবং শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নয়নের আশাব্যঞ্জক প্রতিফলন ঘটেছে ঢাকা বোর্ডের ১৯৮১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারেও। যারা বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এবং যারা কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পাসের হারকে ৫৪ শতাংশে উন্নীত করেছেন, তাদের সবাইকে আমাদের অভিনন্দন। ভবিষ্যতে শিক্ষা জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের সাফল্য ও কৃতিত্বই আমাদের কাম্য।

জ্ঞান আহরণ, শিক্ষা অর্জন এবং পরীক্ষায় সাফল্য ও কৃতিত্ব লাভ অনেকটাই অনুকূল পরিবেশ ও সমবর্তী প্রচেষ্টার ফল। শিক্ষার্থীর মনোযোগী অধ্যয়ননিষ্ঠা এবং দায়িত্ববান হওয়ার ওপর ব্যাপারটা বিশেষভাবে নির্ভর করে বটে কিন্তু এর জন্যে শিক্ষাঙ্গনে এবং গৃহেও অনুকূল পরিবেশ দরকার, প্রয়োজন সুযোগ্য ও দায়িত্ববান শিক্ষক, যত্নশীল অভিভাবক। এর সাথে অর্থনৈতিক সঙ্গতির যোগ হলে, কোনরূপ অভাব না ঘটলে, শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন, তাকে যোগ্যরূপে গড়ে তোলা সহজতর হয়। ঢাকা বোর্ডের এবারের এসএসসি পরীক্ষায়ও যারা সাফল্য অর্জন এবং কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, নিজেদের অভিনিবেশ, শ্রম ও সাধনা ছাড়াও অনেকেই স্কুল-শিক্ষক, গৃহশিক্ষক ও অভিভাবকের সযত্ন পরিচর্যা পেয়েছেন, বস্তুত প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্যেই অনুরূপ অনুকূল ব্যবস্থা দরকার। স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সচেতন, উদ্যোগী ও যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ অধিকতর উন্নত, শিক্ষাদান ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু হলে, আগামী পরীক্ষায় পাসের হার অনেক বেশিও হতে পারে।